তারিখ ২১ AUG ২০১৭ পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২
সংবাদ

শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশ ও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

ওহিদুল ইসলাম

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সমাজিক, নৈতিক, মানবিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন করা এবং তাদের দেশাত্মবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা, সৃজনশীলতা ও উন্নত জীবনে স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা। প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে থাকে। প্রতিটি শিশুর জন্মগত ভাবে সৃজনশীল। এই সৃজনশীলতার বিকাশ নির্ভর করে তার বেড়ে ওঠার পরিবেশের উপর। এ কারণে শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে পরিবার (মা-বাবা) এবং বিদ্যালয়ে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ যত উন্নত সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান তত উন্নত।

পরিবার, সমাজ, প্রকৃতি থেকে শিশু যে বিষয়ে আগ্রহী হয়, ধারণা সংগ্রহ করে ও নিজের অনুভূতি থেকে চিত্র, গান-কবিতা, মাটির কাজ, রঙের ব্যবহারের মাধ্যমে বা তার দ্বারা সম্ভব সব বস্তু থেকে যে সৃষ্টি আমাদের উপহার দেয় তাকেই শিশুর সৃজনশীলতা বলি। সৃজনশীল মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি, প্রতিটি জিনিসের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বা রূপ প্রদান করে। মানুষের এই সৃজনশীলতা তৈরি হয় শিশু বয়স থেকে। সৃজনশীলতা শিশুর আত্ম-অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটায়। সামাজিক শ্রেণী বিভাগ, অতৃপ্তি বা অন্যায়ের অভিজ্ঞতা না থাকায়, শিশু বয়সের সৃজনশীল কাজগুলো পূর্ণ বয়সে এসে ঠিক দিকনির্দেশনা দেয়। শিশু মনোবিজ্ঞানী ফেয়ারক্লুজ: ১৯৯৬ সালে শিশুর সৃজনশীলতা, সংস্কৃতি ও ভাষা নিয়ে গবেষণা গ্রন্থে বর্লেন- 'অভিভাবক, শিক্ষক খুব সহজে শিশুকে নিজ সংস্কৃতি ও ভাষা নিয়ে জ্ঞান দিতে পারে যা উক্ত শিশুটি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে নিজ সংস্কৃতি ও ভাষা নিতে আগ্রহী হয়। তার জন্য প্রয়োজন শিশুর সৃজনশীল কাজের সুযোগ।'

শিশুর জীবনমান বৃদ্ধির জন্য সৃজনশীলতার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। ধরা যাক একজন শিশু খুব চঞ্চল, দুরন্ত। অভিভাবকের পেরেশানির অন্যতম কারণ এই শিশু। লেখাপড়ায় মন নেই, শুধুই দুষ্টমি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এই দুষ্টমিকে সৃজনশীল হিসাবে গণ্য করে তার প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করে থাকে। দুরন্তপনা শিশুরা স্বাভাবিক ভাবে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতে পারে। বিদ্যালয়ের কোন এক অনুষ্ঠানে সেই শিশুটিকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হল এবং সে তার সৃজনশীলতা উপস্থাপন করল। সবাই মিলে শিশুকে বাহবা দিল। শিক্ষক তখন বললেন, তুমি যদি ভালোভাবে লেখাপড়া কর ও দুষ্টুমি না কর, বাবা-মার কথা শোন, তবে একদিন বড় অভিনেতা হবার সুযোগ পাবে। এই সমস্ত বুনিয়াদি শিক্ষার ভিত্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সুনিপুন হাতে এই সব কার্যাবলী সম্পন্ন করার মাধ্যমে দেশ গড়ার কারিগর হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকার প্রতিটি বিদ্যালয় কেন্দ্রিক সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশের জন্য সৃষ্টি করেছে শিশু শ্রেণী। সেখানে নিয়োগ দিচ্ছে শিশু স্বপ্ন রূপকার দক্ষ শিক্ষকদের। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য বই প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশু শ্রেণীর কক্ষ সজ্জিতকরণ, শিশু শ্রেণীতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সমৃদ্ধ ছবি, শিশুদের মনের মত ছবি আকার জায়গা, বর্ণের সাথে বর্ণের মিলকরণের স্থান, লুকানো জিনিস খুঁজে বের করার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য স্থান, স্মৃতিশক্তি ধরে রাখার জন্য স্মৃতি পরীক্ষা প্রকৃতি বর্তমান সরকারে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ যা সম্ভব হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য কন্যা ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে।

প্রতিটি শ্রেণীতে শ্রেণী উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য পাঠ্য বইয়ের মধ্যে শিশুদেরকে না রেখে বাস্তব ধর্মী ও হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যা শিশুদের বাস্তব ধর্মী ও সৃজন হতে সহায়তা করে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদে ডাক্তারদের কথা বলতে পারি। শিশুদের ডায়রিয়া হলে কিভাবে স্যালাইন বানাতে হয়, কিভাবে শরীরের যত্ন নিতে হয় প্রভৃতি বিষয়ে শিশু শিক্ষার্থীর সৃজনশীল করতে সহায়তা করেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। আর এই সমস্ত বিষয়াবলী সম্পাদিত হয়েছে বর্তমান সরকারের দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্বের জন্য।

সৃজনশীলতা শিশুর আত্ম-অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটায়। সামাজিক শ্রেণী বিভাগ অতৃপ্তি বা অন্যায়ের অভিজ্ঞতা না থাকায় শিশু বয়সের সৃজনশীল কাজগুলো পূর্ণ বয়সে এসে ঠিক দিক নির্দেশনা দেয়। এরই বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর 'স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচনের' মাধ্যমে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কারিং কার্যক্রম এর উপর জোর তাগিদ দিয়েছে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিদ্যালয় পর্যায়ে সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে সরকার। তার মধ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে মিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ, স্লিপ কার্যক্রম পরিচালনা, নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা আর্বজনা ফেলার অভ্যাস, শিশুদের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিশুপার্ক তৈরিসহ কিভাবে হাত ধুতে হয় সে বিষয়গুলো হাতে কলমে শিক্ষাদান।

একজন শিশুকে সৎ, যোগ্য ও ভবিষ্যতের জাতির কর্ণধর হিসাবে তৈরি করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে সঠিক দিক নির্দেশনার মূল মন্ত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে দেয়া হয়। সেটাকে পুঁজি করে শিশুর ভবিষ্যৎ তৈরি হয়।

[লেখক : সহকারী শিক্ষক, নওয়াপাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়]